বাংলাদেশে গমের পাতার মরিচা রোগ/ব্লাস্ট রোগের পরামর্শ

১৫-২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

সতর্কবার্তাঃ ০৩

মুলবার্তা

বাংলাদেশের প্রধান গম উৎপাদিত জেলার অধিকাংশ অঞ্চলে বর্তমানে জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ১১০০টিরও বেশি গমের ক্ষেত জরিপ করা হয়েছে, যা দেশের প্রধান গম উৎপাদন এলাকাগুলোর অধিকাংশকে অন্তর্ভুক্ত করে। জরিপে এখন পর্যন্ত কোনো গমের মরিচা (wheat rust) বা গম ব্লাস্ট রোগ নিশ্চিত করা যায়নি।

জরিপকৃত এলাকায় অধিকাংশ গমের ফসল বর্তমানে বুটিং থেকে দুধ ধরা (boot-milk) পর্যায়ে রয়েছে, যার মধ্যে বেশিরভাগই ফুল ফোটা অবস্থায় আছে। এই পর্যায়ে ফসল গম ব্লাস্ট রোগের ঝুঁকিতে থাকে। যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে গম ব্লাস্ট রোগ দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে।

পরামর্শ

সংবেদনশীল জাতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গমের ক্ষেতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ করার সুপারিশ করা হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে রোগের বিকাশের সম্ভাবনা বেশি। যদি বৃষ্টিপাত হয়, তাহলে পাতা মরিচা (leaf rust) ও গম ব্লাস্ট রোগের জন্য মাঠ পর্যবেক্ষণ (scouting) অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং কৃষকদের মরিচা বা ব্লাস্ট রোগের প্রাথমিক লক্ষণের বিষয়ে সতর্ক থাকতে অবহিত করতে হবে। কাণ্ড মরিচা (stem rust) রোগের কোনো লক্ষণ দেখা গেলে সেটির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে, কারণ ভুটান ও নেপালে অফ-সিজনে এই রোগের উপস্থিতি ছিল এবং ভুটানে একটি নতুন বিদেশি (exotic) রেস শনাক্ত হয়েছে।

সুপারিশ

কৃষকের মাঠে গমের মরিচা এবং ব্লাস্ট রোগ পরিলক্ষিত হলে প্রতিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে কার্যকরি ছত্রাকনাশক অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় পরামর্শের জন্য নিকটস্থ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অথবা উপজেলা কৃষি অফিস অথবা বিডাব্লিউএমআরআই এর অফিসে যোগাযোগ করুন।